

মাতা বৈষ্ণোদেবী

মাতা বৈষ্ণোদেবী গুহা মন্দির ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রিয়াসি জেলার কাটরা থেকে ১২ কিমি দূরে ত্রিকিট পাহাড়ে ৫২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিত। বৈষ্ণোদেবী মন্দির হল দেবী দুর্গাকে উৎসর্গ করা বখ্‌য়াত হিন্দু মন্দির। সারা বিশ্ব থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই বখ্‌য়াত ধর্মীয় স্থানটি পরিদর্শন করে যখনে মাতা বৈষ্ণোদেবী তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। স্থানীয় ও ভক্তদের বিশ্বাস, এখনো পর্যন্ত এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে এক শক্তিশালী পজটিভি এনার্জি প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি ভক্ত বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যান দেবীর পূজা দেওয়ার জন্য। মানুষের ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি সবসময় সমাদৃত। তাই, ভক্তরা তাকে ‘মুহ মাঙ গি মুরাদনি পুরি করনে ওয়ালি মাতা’ বলেও সম্বোধন করে যার অর্থ যে মা তার সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস দেবী স্বয়ং ভক্তদের এখানে পেঁছানোর জন্য ডাকেন। তাই, স্থানীয়রা প্রায়শই “মা আপ বুলান্‌দি” বলেন, যার অর্থ মা ডাকো। মাতা বৈষ্ণোদেবী গুহায় দেবী সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট শিলা আকারে আছেন যার তিনটি মাথা বা পন্ডি রয়েছে। দেবী মাতার প্রতীক তিনটি পন্ডি মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী নামে তিনটি দেবীকে উৎসর্গীকৃত।

ডানদিকের পন্ডিটি দেবী মহাকালীকে উৎসর্গীকৃত, যা কালো রঙের। কালো রঙ মহাকালীর নামের সাথে যুক্ত এবং তাকে মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্যময় এবং অজানা শক্তির একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তিনি তার ভক্তদের অন্ধকারের বাহিনীকে জয় করতে সক্ষম করেন। মাঝখানে অবস্থিত দ্বিতীয় পন্ডিটি দেবী মহালক্ষ্মীর পবিত্র পন্ডি। এটি পীতাম্বর বা সোনালি হলুদ বর্ণের, যা দেবী লক্ষ্মীর রঙ। তিনি রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ শক্তি এবং অনুপ্রেরণার পাশাপাশি প্রচেষ্টার গুণে রজো গুণে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাকে সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং বস্তুগত লাভের একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তৃতীয় এবং শেষ পন্ডি, যা বাম দিকে অবস্থিত, মাতা মহা সরস্বতী হিসাবে পূজিত হয়। তিনি সত্য গুণে প্রতিনিধিত্বকারী সৃষ্টির সর্বোচ্চ শক্তি বলে মনে করা হয়। মহা সরস্বতীর এই পন্ডি সাদা রঙের। তাকে সৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিল্প এবং ধার্মিকতার মৌলিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মাতা বৈষ্ণোদেবী তীর্থক্ষেত্রে ভক্তরা চূনরি (একটি লাল রঙের চাদর), শাড়ি, শুকনো ফল, রৌপ্য বা সোনার অলঙ্কার, ছোলা, ফুল ইত্যাদি মাতাকে ঐতিহ্যবাহী নৈবেদ্য দেয়। বৈষ্ণোদেবী পূজার কারণেই নয়, দিন ধরে নবরাত্রি পালন করা হয় দেশজুড়ে।

হিন্দু ধর্ম মতে আদিশক্তি দেবী মা র অবতার বৈষ্ণোদেবী। অসুরদের অত্যাচারের অবসান ঘটাতে বৈষ্ণোদেবী আবির্ভূত হন। বৈষ্ণোদেবী ধার্মিকতা বজায় রাখার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা বৈষ্ণোদেবী পরম বৈষ্ণবী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দেবীগণ তাকে পৃথিবীতে বসবাস করতে এবং চতেনার উচ্চ স্তর অর্জনের জন্য তার সময় ব্যয় করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীতে তার আগমন রত্নাকরের কন্যা হিসেবে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, বৈষ্ণোদেবী ভারতের অর্ধা কুনওয়ারি, কাটরা শহর এবং গুহার মধ্যবর্তী একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রত্নাকর সাগর এবং তাঁর স্ত্রী ব্যিরের পর নৃসিংতান ছিলেন। দীর্ঘদিন সন্তানের

জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। অবশেষে তাঁদের কোলে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। এই কন্যাসন্তানের জন্মের পরেই তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে সন্তানের ভবিষ্যতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপে করবেন না তাঁরা। বৈষ্ণোদেবীর ছোটবেলা নাম ত্রিকিট ছিল। পরে ভগবান বষ্ণু বংশে জন্ম নেওয়ায়, তাঁর নাম বৈষ্ণো হয়। তিনি ছিলেন ভগবান বষ্ণুর প্রবল ভক্ত। মাত্র নয় বছর বয়সে ভগবান বষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য সে পিতার অনুমতি নিয়ে সমুদ্র ধারে তপস্যা করতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবী আধ্যাত্মিকপ্রবণ ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করে বছর কাটিয়েছিলেন। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বষ্ণু অবতার শ্রীরাম রূপে আশীর্বাদও করেন বৈষ্ণোদেবীকে।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল রামায়ণের সময়, যখন লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ শ্রীরামের পত্নী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সীতার খোঁজে আত্মহারা শ্রীরাম। শ্রীরাম যখন সীতার সন্ধানে সমুদ্রে ধারে এসে সে সময় দেখে এক মহিলা তপস্যা করছে। বৈষ্ণোদেবী শ্রীরামকে বসিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যাহেতু শ্রীরাম তিনি ইতিমধ্যেই সীতার সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন, তাই শ্রীরাম বসিয়ে সঙ্গের জানান এই অবতারণে তিনি কেবল সীতার জন্ম নিষ্ঠাবানের জন্ম কথা দিয়েছেন। শ্রীরাম তাঁকে কলয়িগ প্রযন্ত অপেক্ষা করতে বলে তাঁকে কথা দেন কলয়িগে কল্কি অবতারে তাঁকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবেন। শ্রীরাম তাঁকে ত্রিকিটা পাহাড়ের গুহায় একটা আশ্রম স্থাপন, ধ্যান ও আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে নির্দেশ দেন এবং সেখানে তাঁর নরিপত্তার জন্ম শ্রীরাম একটা সিংহ, হনুমান ও তীর-ধনুক দেন। এরপর থেকেই শ্রীরামের নির্দেশে বৈষ্ণোদেবী ত্রিকিতাতে একটা গুহার মধ্যে থাকতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবী সাধবী হিসাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন এবং তপস্যা চালিয়ে যান।

যখন দেবী কাটার ত্রিকিটা পাহাড়ে থাকতে শুরু করেন, তখন মহাযোগী গুরু গোরক্‌ষনাথজি, যিনি জানতেন যে বৈষ্ণোদেবী এবং শ্রীরামের মধ্যে কী ঘটেছিল, তিনি তাঁর শিষ্য ভৈরবনাথকে দেখার জন্ম করতে পাঠান যে তপস্বী বৈষ্ণোদেবী এখনও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন কিনা। তাকে দেখে স্টান্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভৈরবনাথ ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যবোধ হারিয়ে ফেলেন এবং তার প্রমেমে পড়েন এবং তাকে বসিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে বিরক্ত করতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবীকে দেখে ভৈরবনাথ তার প্রতি কামনা করে ধরতে তার পছিনে দটোডেছিলেন এবং বৈষ্ণোদেবী তার তপস্যা/ধ্যান অবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্ম ত্রিকিটা পাহাড়ের পথে বিভিন্ন স্থানে থেমে পালিয়ে যান। স্থানগুলি এখন বঙ্গগা (তীর থেকে গঙ্গা নদী উদ্ভূত), চরণপাদুকা (পবিত্র পায়ের ছাপ), অর্ধকুনওয়ারী নামে পরিচিত। ভৈরবনাথ যখন বৈষ্ণোদেবীকে ধরতে তার পছিনে দটোডেছিলেন। বৈষ্ণোদেবী কে রক্ষা করার জন্ম পবনপুত্র হনুমান ছিল। হনুমান সঙ্গে ভৈরবনাথের সংঘর্ষ হয় কিন্তু ভৈরবনাথ তার পছিনে যেতে থাকে। বৈষ্ণোদেবী পাহাড়ের একটা গুহার কাছে পৌঁছে ভৈরবনাথকে ফরিয়ে যেতে বলেন কিন্তু ভৈরবনাথ ফরিয়ে যেতে রাজি নয়। তখন বৈষ্ণোদেবী গুহার কাছে হনুমানকে ডেকে বলেন যে, আমি এই গুহায় নয় মাস তপস্যা করব, ততক্ষণ প্রযন্ত আপনি ভৈরবনাথকে গুহায় প্রবেশ করতে দেবেন না। এরপর বৈষ্ণোদেবী গুহায় প্রবেশ করে তিনি ৯ মাস ধরে গুহায় ধ্যান করেছিলেন ঠিক যেভাবে একটা শিশু তার মায়ের গর্ভে ৯ মাস থাকে। হনুমান মায়ের আদেশে পালন করেন। ভৈরবনাথকে এই গুহার বাইরে রাখা হয়েছিল। এই পবিত্র গুহাটি 'অর্ধ কুনওয়ারী' নামে পরিচিত।

ভৈরবনাথের উন্মত্ততা দেখে অবশেষে ভবনে, যে গুহাটি বৈষ্ণোদেবীর বাড়ি হিসাবে

পরচিতি সখোনে তিনি দিবৌ দূর্গার রূপ ধারণ করে ত্রিশূল দযি়ে ভরৈবনাথরে শরীর থেকে মাথা কটে আলাদা করে সংহার করে দেন। ভরৈবনাথরে দহে গুহার প্রবশেদ্বারে ছিলি, বশ্বাস করা হয় য়ে এই গুহাটি ভরৈবনাথরে দহে সংরক্ষণ করে। ত্রিশূল দযি়ে শরিচ্ছদেরে কারণে ভরৈবনাথরে মাথা পাহাড়রে আরও উপরে একটি জায়গায় পড়ে যখোনে ভরৈবনাথ মন্দরি নর্মিতি হয়েছো। কথতি আছে, দিবৌ যখন ভরৈবনাথ বধ করে তখন ভরৈবনাথ তার ভুল বুঝতে পরেছেলিনে এবং অনুতপ্ত হয়ে নজিরে ভুল স্বীকার করে ক্ষমার প্রার্থনা করে। শেষে পর্যন্ত, দিবৌ যখন বৈষ্ণোদিবৌ রূপে ফরি়ে আসনে, তখন বৈষ্ণোদিবৌ তাকে শুধু ক্ষমাই করনেনি, তাকে বরও দযি়ে বলনে য়ে, আমার দর্শন ততক্ষণ ফলপ্রসূ হবো না যতক্ষণ না তোমার মাথার দর্শন হয় এবং তাকে তার মন্দরি রক্ষা করতে বলনে। তাই বশ্বাস করা হয় য়ে, ভরৈবনাথরে মন্দরি দর্শন ছাড়া বৈষ্ণোদিবৌর যাত্রা অসম্পূর্ণ। অবশেষে, বৈষ্ণোদিবৌ তনিটি ছোট শিলা (পন্ডি) আকারে উদ্ভাসতি হয়ে মাতা বৈষ্ণোদিবৌ নামে পূজতি হন এবং এখনও পর্যন্ত সখোনে অবস্থান করনে। আর এই কথাও প্রচলতি আছে য়ে মাতা বৈষ্ণোদিবৌ কলি যুগরে সময়কো নজিরে সন্তানরে মতো রক্ষা করছেন।

মহাভারত, যা পাণ্ডবদরে এবং কুরুক্ষত্রে যুদ্ধরে বিবরণ দয়ে, দিবৌ বৈষ্ণোদিবৌর পূজার উল্লেখ আছে। কুরুক্ষত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পাণ্ডব এবং কৌরবদরে সনোবাহিনী সাজানো হয়েছিলি, তখন শ্রীকৃষ্ণরে পরামর্শে অর্জুন যুদ্ধে বজ্রিযরে আশীর্বাদরে জন্য দিবৌর আরাধনা করেছিলিনে। তাঁর ভক্ততি খুশি হয়ে মাতা বৈষ্ণোদিবৌ রূপে তাঁর সামনে আবর্ভূত হন। যখন দিবৌ আবর্ভূত হন, তখন অর্জুন একটি স্তোত্র দযি়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করনে, যখোনে একটি শ্লোক বলে যায় 'যমবুকতক চতিযযু নতিযম সনুহিতালয়ো', যার অর্থ 'আপনি যিনি সর্বদা জন্মভূতে পাহাড়রে ঢালে মন্দরি বাস করনে' □ যা সম্ভবত বর্তমান জন্মকো বোঝায়। কথতি আছে, পাণ্ডবরাই সর্বপ্রথম কোল কান্দোলি এবং ভবনে মন্দরি নর্মিণ করছেলিনে মাতৃদিবৌর প্রতিশ্রুতি ও কৃতজ্ঞতায়। একটি পাহাড়ে, ত্রিকুটা পর্বতরে ঠিকি সংলগ্ন এবং পবিত্র গুহা উপেক্ষা করে পাঁচটি পাথররে কাঠামো রয়েছে, যা পাঁচটি পাণ্ডবরে শিলা প্রতীক বলে মনে করা হয়।

পটৌরগিকি কথা অনুসারে আজ থেকে প্রায় নয়শ বছর আগে কাটারার পার্শ্ববর্তী হানসালি গ্রামে পণ্ডতি শ্রীধর ছিলিনে আদিশক্তির পরম ভক্ত। মা শক্তি তাঁর অনন্য ভক্তকে স্বপ্নে দর্শন দযি়ে বললনে □ শ্রীধর। আগামীকাল পূর্ণিমা তথিতি পাহাড়রে পাদদেশে আশপোশরে সব গ্রামরে লোকদরে জন্য তোমার গৃহে অন্ন প্রসাদরে আয়োজন কর। এত লোকে খাবাররে আয়োজন কভাবে হবো তা ভবে হতদরদির শ্রীধর ভাবক্রান্ত হয়ে পড়লনে। তবুও তিনি জগৎ মাতার আদেশে সবাইকে নমিত্রন করে এলনে।

পরদেরি পূর্ণিমার উষা লগ্নে

□ কে আছো গো বাড়ীতে ?

ডুরে শাড়ি পড়া পরমা সুন্দরী এক কুমারীকে দেখে শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলনে,

□ কনিম তোমার বাছা।

□ বৈষ্ণোবী। শুনছে মা শক্তির আদেশে আপনার বাড়ীতে মহাভোজরে আয়োজন হচ্ছে। □ ভাবছি এত লোকে খাবাররে আয়োজন হবো কভাবে ?

□ কনে অথবা ভাবছেন মায়ের কাজ মা'ই উঠিয়ে নবেনে।

আদিশক্তি দিবৌ মার স্বপ্নাদেশরে পূর্ণতার শরীক হতে আশপোশরে সব গ্রামরে লোক নজি নজি ক্ষত্রে চাল, ডাল, আনাজ নিয়ে এসে ভোজরে আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নমিত্রতিদরে সঙ্গে ডুরে শাড়ি পড়া মেয়েটিকে কুটিররে একটি ফাঁকা স্থান

দখে বসল। এদিকে যতটুকু সামগ্রী রয়েছে ততটুকু দিয়েই অতিথি আপ্যায়ণ করতে শুরু করলেন শ্রীধর। ময়েটেঙি হাত লাগাল পরবিশেষে। দেখা গলে যে খাবার কম হবে বলে রাতেরে ঘুম উড়েছিল শ্রীধররে, সেই খাবার কম তো হলই না, বরং বঁচে গলে। পূর্ণিমার দিন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ তপ্তির মহাপ্রসাদে মতে রইল। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীধর ময়েটেকি খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় সেই ছোট ময়ে ! বিস্মতি শ্রীধর বুঝলেন এ সবই মা শক্তির অলৌকিক কৃপার ফল। তিনি মা শক্তির নিবহ্নি ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। গভীর ধ্যানেরে মাঝে তিনি দেখলেন কটে তাঁকে পথ দেখিয়ে একটা গুহায় নিয়ে গেছে। গুহার মধ্যে তিনি গিলাকার পাথর যার অর্ধেকটা জলেরে গভীরে ডোবানো। নিমেষমাত্র তিনি কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর অবয়ব প্রত্যক্ষ করলেন। আদশিক্তির প্রকাশ ত্রিদিবীরূপে সত্বগুণে মহাসরস্বতী, রজোগুণে মহালক্ষী ও তমোগুণে মহাকালী। কিছুদিন পরে শ্রীধরেরে স্বপ্নে ময়েটে ফিরে এল। জানালেন ভক্তেরে ভক্তি দেখে তিনি তুষ্ট হয়ে ময়েরে রূপে শ্রীধরকে সাহায্য করে গিয়েছিলেন স্বয়ং বৈষ্ণোদেবী। পাশাপাশি জানিয়ে দলিনে কোন গুহার মধ্যে তাঁর মন্দির গড়বনে ভক্ত। দেবী আদেশানুযায়ী গুহা খুঁজে সখানে শ্রীধর নির্মাণ করনে বৈষ্ণোদেবী মন্দির। শ্রীধর গুহায় এই মন্দিরে দেবী শক্তির অনুপম তিনিটিরূপ কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী তিনিটি পন্ডি মাতা বৈষ্ণোদেবী নামে পূজা করা শুরু করেছিলেন এবং শ্রীধরেরে বংশধরেরো আজও তা করে চলছেন। জয়, মাতা দী।

